

2021

MUMTA HENA MIM'S poems

Mumta hena Publications

WELCOME TO MUMTA HENA PUBLICATIONS

27/02/2021



- ১.অস্তিত্ব
- ২.সূর্য-লতিকা
- ৩.নিস্কৃত
- ৪.ব্যর্থ গোধূলি
- ৫.পথকথন
- ৬.চিঠি
- ৭.আঁধার
- ৮.শরতের নিস্কৃত
- ৯.নারী
- ১০.বিধ্বংসী আমি
- ১১.বিরাজনার প্রশ্ন
- ১২.অতৃপ্ত বাসনা
- ১৩.স্বপ্ন
- ১৪.এখনো?
- ১৫.ভাঙার খেলা

১. অস্তিত্ব

পুরান ঢাকার সংকীর্ণ অলিগলি,
 ছাপাখানার খটর খটর শব্দ
 বাংলাবাজারের নতুন বইয়ের ঘ্রাণ,
 বিউটি বোর্ডিংয়ের স্যাঁতস্যাঁতে মাটির গন্ধ,
 ভিক্টোরিয়ার কোরাস গান!
 শাঁখারিবাজারের ধূপ-চন্দনের গন্ধ আর তীব্র কোলাহল;
 ইসলামপুরের কাপড়ের গন্ধ
 সদরঘাট লঞ্চার সাইরেন
 ফরাসগঞ্জ ব্রিজের শেষ বিকেলে বাতাস,
 পুরাতন শ্যাওলা বিদীর্ণ হর্ম্য দেয়ালের সোঁদা গন্ধ,
 বুড়িগঙ্গার শান্ত জলে নৌকায় শুয়ে দেখা শরৎ এর আকাশ,
 বৈঠার তালে জল ছল ছল
 বেবী সাহেবের ডকে আলকাতরার তীব্র গন্ধ,
 কখনো পাতলাখানের জর্দার গন্ধ;
 কাজল ব্রাদার্স এর সামনের দৌড়ে ছুটে চলা,
 লক্ষ্মীবাজারে রাস্তাগুলোয় কত সুখ-দুঃখের গল্প বলা!
 মসজিদের আজান,
 মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি
 মিলেমিশে একাকার!
 এ স্থান আমার স্মৃতি গন্ধে ভরপুর!
 জীবনের প্রয়োজনে যাই না যতই দূরে
 স্মৃতির তাগিদে আসবো ফিরে ফিরে!

Existence

Narrow lanes of old Dhaka
 Noise of printing press
 Smell of new books of Bangla Bazar
 Smell of damp soil of Beauty Boarding House
 Chorus song of Victoria
 Fragrance of incense & sandalwood of shankhari Bazar

২. সূর্য-লতিকা

সবুজ ছোট্ট লতিকাটি, এক প্রভাতে
 ভালোবেসেছিল ঐ সূর্যটাকে
 সূর্যকে স্পর্শ করার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে উঠছিলো বেড়ে।
 বাড়তেই থাকলো।
 তবে সূর্যকে ছুঁতেই পারছিল না!
 কিন্তু লতিকাটি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল।
 তাই লতিকার শীর্ষ বৃত্তের মত গোলাকার হয়ে মুড়ে গেলো।
 সে বৃত্তের রোজ একবার ক্ষণিকের জন্য সূর্য বাঁধা পড়তো।
 মাঝে ছিল লক্ষ যোজন তফাৎ!
 হঠাৎ লতিকার অভিমান হল ভীষণ!
 ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল,
 সুযোগ ভিক্ষা চাইলো
 সূর্যের সাথে একটিবার কথা বলার!
 অবশেষে এক মহেন্দ্র ক্ষণে তার প্রতীক্ষার অবসান ঘটালো!
 সূর্য-লতিকার কথোপকথন-
 লতিকা বললো, জানো আমি তোমায় কত ভালবাসি!
 বড় সাধ জাগে তোমার একান্ত করে পাবার!
 কিন্তু প্রিয়, কেন পাই না তোমায়?
 সূর্য নিস্তক্কতা ভেঙে উত্তর দিলো-
 আমিও তোমায় বড় ভালোবাসি!
 লতিকা বললো-
 আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র তোমার কাছে।
 তাই বুঝি ধরা দাও না তুমি আমার কাছে?
 সূর্য সহাস্যে জবাব দিলো,
 জানো প্রিয়,
 ক্ষুদ্র-বৃহৎ, কাছে-দূরে এসব ভালোবাসা পরিমাপের নিয়ামক নয়!
 প্রতিরাতে তোমারই মতো উৎকণ্ঠা নিয়ে আমিও অপেক্ষায় থাকি কখন ভোর হবে!
 প্রতি ভোরে মিষ্টি আভায় তোমায় দেখি!
 শিশির সিক্ত কম্পমান তোমায় উষ্ণতার পরশ বুলাই,
 সকাল থেকে সন্ধ্যা
 তোমায় ভালোবাসা পাঠাই,
 আর সেই ভালোবাসায় বাঁচো তুমি!

৩. নিস্তক্কতা

সেদিনের সন্ধ্যাটা দ্রুত নেমেছিল ভীষণ!
 সূর্যটা হঠাৎ হারিয়ে গেল
 পশ্চিমের কালো অতল গহ্বরে
 পাখিরা হঠাৎ নিশ্চুপ,
 নিরবে ফিরে গেল নীড়ে।
 সেদিন অমানিশার আঁধার
 নেমেছিল চারিদিক।
 অপেক্ষায় ছিলাম আমি
 আবার কবে দেখবো তোমায়!
 প্রতিদিনের মতো অপেক্ষা নয়,
 কেমন উৎকণ্ঠা যেন!
 অজানা অশনিসংকেত
 গুমোট করে দিয়েছিল বাতাস,
 গাঢ় অন্ধকারে ডুবে ছিল শহর!
 হঠাৎ পশ্চিমের জানালায় কর্কশ স্বরে
 কাক ডেকে উঠল বার কয়েক,
 অজানা আতঙ্কে শরীরের লোম
 উঠলো জেগে!
 হঠাৎ টেলিফোনের ক্রিংক্রিং শব্দ...
 অপর পাশ থেকে বিহ্বল কণ্ঠস্বর,
 খবর পেলাম,
 সময়ের তানপুরার তার ছিড়ে
 বন্দর-বর্ডার উপেক্ষা করে
 সব মায়া ছিন্ন করে
 তুমি চলে গেছো লক্ষ যোজন দূরে!
 আমাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে
 সূর্যের মতোই অতল গহ্বরে!
 জানো, পরের দিন আবার সূর্য উঠেছিল।
 কিন্তু হায়!
 তুমি ফিরে আসোনি।

৪.ব্যর্থ গোধূলি

গোধূলির শেষ শেষ।
সন্ধ্যাকে ছোঁয়ার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে
ব্যর্থ গোধূলি আজ ও হার মানলো!
যে ডানায় এক পৃথিবী স্বপ্ন মেখে
মেখে ঘর বাঁধবার আশা নিয়ে
পাখিগুলো আকাশে উড়েছিল!
সে ডানায় একরাশ ক্লান্তি মেখে,
সূর্যের উত্তাপে চোখ ঝলসে
পরাজিত পাখি ফিরছে নীড়ে
তৃষ্ণার্ত আমি অপেক্ষায়...
না না! মিছে কথা!
কখনো কি কেউ ছিলো আমার
ফিরে আসার ঘরে?
হয়তো আছে কেউ! কিন্তু
সম্পর্কটা গোধূলি আর সন্ধ্যার মতো
খুব কাছে দেখালেও
আসলে লক্ষ যোজন দূরে!

৫.পথকথন

আমি শহরতলীর অখ্যাত এক পথ,
কোন সামন্ত-রাজার নামে নাম নয় আমার।
এ ব্যস্ত শহরে কত বছর ধরে
আছি, মনে নেই...
সূর্যের আলো ফুটতেই
এ শহরের যান্ত্রিক মানুষের সাথে সাথে
শুরু হয় আমার ব্যস্ততা
দ্রুত পদচারণায় মুখরিত হয় দেহ
কারো গন্তব্য কর্মস্থলে, কারো গৃহে আবার কারো বা প্রবাসে!
কত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার
নির্বাক সাক্ষী আমি!
এই যান্ত্রিক শহরে মায়া নেই,
মানুষের হৃদয় হর্ম্যতূল্য পাষান
এই শহরের লোকেরা
পেটের দায়ে করে ঘাম বিক্রয়
আর আমি বাঁচি সেই ঘাম শুষে!
নিশ্বাসে কার্বনের নিকষ কাল ধোঁয়া।

পথিকের ব্যস্ত পদধ্বনি, যানবাহনের তীব্র হর্ণ, রাস্তার ধারের কলকারখানার খটর-খটর শব্দ
আর
দূরপাল্লার যাত্রীর অভিসম্পাতে
আমার এ দেহ পাষণ হতে পাষান!

এ পথে সবাই প্রয়োজনে আসে,
ক্ষুধার তাগিদে, নিজের তাগিদে!
আমি অভ্যস্ত-
এ যান্ত্রিক জঞ্জালের যন্ত্রণায়!
আমি অভ্যস্ত-
ক্লান্ত, দ্রুত, ত্রস্ত পদচারণায়!

কিন্তু এ ব্যস্ত পথচারীদের মধ্যে একজন, হ্যা একজন এসেছিল!
হয়তো তারও ব্যস্ততা ছিলো
কিন্তু এ পাষণ-কায়া সেদিন
ভিন্ন রকম স্বাদ পেয়েছিল!
সে প্রয়োজনে এসেছিল কিনা কে জানে?
কিন্তু তার কপালে কেবলমাত্র ঘাম
চিকচিক করে নি,

দু'চোখে জাজ্বল্যমান ছিলো
 নতুন সৃষ্টির প্রয়াস!
 এর আগে এ রাস্তা কেউ
 এমন করে দেখেনি!
 তার শৈল্পিক দৃষ্টি এ রৌদ্রতপ্ত পিচঢালা কৃষ্ণ দেহকে
 ক্ষণিকের প্রশান্তি দিয়েছিলো।
 সে প্রায়ই আসতো,
 এ যান্ত্রিক শহরের হাজারো মানুষের
 পদচারণের মাঝেও তার উপস্থিতি
 পিচ ঢালা এ পাথর দেহে
 শিহরণ জাগাতো!
 কই!এর আগে তো কেউ এমনভাবে সৃষ্টির প্রয়াস নিয়ে আসেনি!
 এসেছিল সব পেটের তাগিদে।
 সৃষ্টিশীল সেই সত্তার উপস্থিতিতে আমার জড় দেহ যেন
 ক্ষণিকের জন্য প্রান পেতো!
 এ যান্ত্রিক শহর আর
 পিচ ঢালা পথ নিংড়ে সে যেন
 রং সৃষ্টির নিমিত্তে রস শুষে নিতো!
 তার রঙের তুলির আঁচেই
 এ শহুরে মুখোশধারী মানবসত্তাকে
 ফুঁটিয়ে তুলেছিল আসল রূপে!
 যারা জীবের মুখোশ পরে থাকে,
 অথচ আড়ালে
 অন্তঃসারশূন্য, প্রস্তুতবৎ!
 তবে সৃষ্টি সর্বদাই সুন্দর।
 এই অসুন্দর-কাঠখোঁট্টা পথ নিয়ে,
 ব্যস্ততম যান্ত্রিক জীবন নিয়ে
 এমন নন্দিত শৈল্পিক চিন্তা কেউ কি করেছিলো আগে?
 নাহ্ মনে পড়ছে না!
 তবে আমি আজও অপেক্ষায় আছি!
 আবারো কেউ আসবে
 নতুন সৃষ্টির প্রয়াসে!
 এ যান্ত্রিক শহরে শৈল্পিক ছোঁয়া দেবে,
 তুলির আঁচড়ে প্রান দিবে পাষাণের
 আগুলের স্পর্শেই ফুটিয়ে যাবে
 রক্তিম মাধবুলতা।

৬.চিঠি

পরানের সোয়ামি,
 ম্যালাদিন পরে তোমারে চিডি ল্যাকবার বইছি,
 হেইজে কইছিলা মোবাইল-ফোন আহনের পর
 আমি চিডি লেহন ভুইল্লা গেছি,
 গোস্বা কইরা কইছিলা-
 এহন আর বাসনা মাহাইয়া
 চিঠি লেহি না
 তয় আইজ বিয়ানে শিউলি ফুল টোহাইয়া আঁচলে বাইন্ধা রাকছি।
 মনে আছে হেইষে বিয়ার আগে,
 হাইনজাকালে তুমি গঞ্গুরথন আইতা,
 তুমার লাইগ্যা মালা গাঁইথ্যা
 গঞ্গুর পথ ছাইয়া খাড়াই থাকতাম? আহনের কালে আমার লাইগ্যা চুড়ি-ফিতা লইয়্যা আইতা,
 পলাইয়া পলাইয়া হাতে পরাই দিতা।
 বিয়ার পরেও তো ম্যালা দিন
 হগলের আওয়ালে রঙিন ফিতা দিয়া আমার চুল বাইন্ধা দিতা?
 জানো, আইজ মেলাদিন
 চুলে কাঁহনের আঁচড়ই দেইনা।

দ্যাশে বালা আহনের পর
 গঞ্গুর দোহানডা বন্ধ কইরা
 শহরে চইল্যা গ্যালা,
 বিশ্বাস করো সোয়ামি,
 ঐ দিন পরানডার ভিতর কেমন জানি উথাল-পাথার করতাইলো
 যাওনের কালে কইছিলা,
 আল্লায় মুসিবত উডাই লইলে
 জলদি ঘরে ফিইরা আইবা।
 আহনের কালে
 আমার লেইগ্যা সুগন্ধি আর
 খুকির লাইগ্যা
 লাল ফরক লইয়া আইবা
 হ তুমি কতার খেলাপ করো নাই
 তুমি হক্কালই ফিইরা আইছো
 কিন্তু এক্কেরে খালি হাতে,
 বাসনাওয়ালা সুগন্ধি আনো নাই,

শইলে মাংশ পোড়া গন্ধ মাইখ্যা আইছ
খুকির লাইগ্লা রাঙ্গা জামা আনো নাই,
নিজেই সাদা ফকফকা কাপড়
ফিন্দ্যা আইছো।
আইলা,তয়...
আমার কাছে থাহনের লেইগ্যা না।

আইজ তুমি ম্যালা কাছে,
এক্কেরে বাড়ির ঘাটায়,
হেইয়ার পরও তুমার ছোঁয়া পাইনা,
বুকের বাঁম পাশে তোলপাড় করলে তোমার বুকের মইধ্যে
মুখ গুইডজা কানতে পারিনা।

তুমি নামাজ পইরা আল্লার কাছে দোয়া করছিলি,
দুইন্নর এই মুসিবত উডানোর লাইগ্লা।
কিন্তু সোয়ামি,আল্লায় ক্যান
তোমারেই আমারখন উডাই নিলো!
তোমারেই ক্যান কাইড়া নিলো?

আইজ ম্যালাদিন পর, আমি শিউলি ফুলের বাসনা মাহাই,যতন কইরা
তোমার লেইগ্লা পত্তর ল্যাকতাছি,
কিন্তু সোয়ামি!
পত্তরটা কি ঐ কবর তমাইত পৌছাইবো?
(নারায়ণগঞ্জ ট্রাজেডির স্মরণে)

৭. আঁধার

নিশ্চর রাত, স্বপ্নহীন শুষ্ক চোখ
কষ্টের তীব্র গন্ধে ভারী বাতাস
নিঃশ্বাস নেবার করুণ আকুতি
আজ ল্যাম্পপোষ্টের নিয়ন আলো নেই
কালচে রক্তাক্ত আলো!
গাড় থেকে গাড় হচ্ছে....

৮. শরতের নিশ্চরতা

সেদিনও শরতের নিশ্চর দুপুরে
মুগ্ধ হব আমি
মৃদুমন্দ বইবে বাতাস
দুলবে কাশবন খানি।
কাশফুলের শুভ্রতা আর
তুলো তুলো মেঘের নৃত্য
অপলক তাকিয়ে রইব আমি,
হারিয়ে যাব স্মৃতি গহ্বরে
কিন্তু হঠাৎ কি জানি হবে...
স্বপ্নরা হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে,
রহস্যময় পৃথিবী হঠাৎ
আমার দিকে চেয়ে
বিদ্রুপের হাসি হাসবে!
ঝাপসা হয়ে যাবে সব
হঠাৎ বধীর হয়ে যাব আমি
পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ,
বাতাসের ফিসফিস,
মেঘমল্লার গান
কিছুই শুনবো না আমি
অকস্মাৎ শুনবো

শুকনো পাতা খসার বিকট শব্দ!
শুনব কেবলই আমি
সেদিনও শরতের নিস্কলতা থাকবে জানি!

৯.নারী

কখনো দশভূজা দূর্গা, কখনো সরস্বতী
কখনো প্রিয়ংবদা, কখনো মহীয়সী
কত নামেই ডাকো আমায়
হ্যাঁ তা শুধু নামেই!
কখনো পূজো আমায়,
চরণে দাও পদ্মফুল,
নারী বলেই আবার কখনো
ভুলুপ্তি করে পায়ে ঠেলো!
নারী ঘরের লক্ষ্মী বলে বাহিরে যে তুমি বুলি আওড়ে বেড়াও,
সেই তুমি ঘরে ফিরে বল আমায় অলক্ষ্মী, অপয়া!
আজও নারী অসহায়।
নারীকে তুলনা দাও যমুনা তিস্তা মধুমতির সাথে,
কোমলতা-মমতার প্রতীক বলাও,
সাহিত্য-কাব্য-শাস্ত্র পড়ে লেকচার দাও
অথচ দিনশেষে অসম্মান করো নারীকেই!
সুযোগ পেলেই লোলুপ দৃষ্টিতে গ্রাশ করো, আঁচড় কাটো
কোমল দেহকে করো কলঙ্কিত,
সতীত্ব কেড়ে নাও,
সমাজ থেকে বের করে
ঠোঁটে রং মাখিয়ে দাঁড় করাও তিন রাস্তার মোড়ে!
তখন হয়ে যাই নিষিদ্ধ!
বুক ফুলিয়ে সভ্য সমাজে ঘুরে বেড়াও
তোমরা!
আবার দেখো, দিনের বেলায় আমার পাড়ায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ বলে যে তুমি ফতোয়া দিয়ে
বেড়াও,
সেই তুমিই গভীর রাতে সুরা সাজিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো!
যেই তুমি মেয়ে দেখতে গিয়ে খোঁজ করো মেয়ের কুমারীত্ব আছে কিনা,
সেই তুমিই গভীর রাতে সমস্ত শাড়ি, কালো টিপ, গোলাপি লিপস্টিক, রূপালি কানের দুল আর

ল্যাপ্টানো কাজলের আমার মতো নিষিদ্ধ মেয়েকে
নিয়েই হোটেলে রাত কাটাও!
ফায়ার প্লেসের ঝলসানো আলোয় দেখো আমার নগ্নদেহ!

১০.বিধ্বংসী আমি

কণ্ঠে সুরে এসেছিল,
শ্বাসনালী চেপে ধরে
কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিলো।

শত বছর পর
পদযুগলে শক্তি পেয়েছিলাম
ওরা পায়ে শিকল পরিয়ে দিলো

অনেক আশা নিয়ে অরণ্যের সবুজ দেখবো বলে চোখ মেলেছিলাম,
ওরা সে চোখ অন্ধ করে দিলো।

আমি বিধ্বংসী হব, শিকল ভাঙ্গবো,
যাবো সবুজারণ্যের গভীর থেকে গভীরে..
পাইন সারির ফাঁকে সূর্যের আলো আসবে
আর আমি কণ্ঠের জড়তা ভেঙে চিৎকার করে বলবো-"আমি পেরেছি।"

১১.বিরাজনার প্রশ্ন

তখন পি.কে রায়ের বাড়িতে আমরা
 সবে আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী
 চারিদিকে যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে
 ঘরে ঘরে গড়েছে দুর্গ,
 এক সন্ধ্যায় চারিদিক থমথমে হয়ে গেলো,
 যেন অমানিশার অন্ধকার
 দূরে কোথাও গোলাগুলির শব্দ
 বাবা বললো পিলখানার ওদিকে মিলিটারি ঘিরে ফেলেছে,
 আমরা জড়োসড়ো হয়ে ছিলাম!
 দাদার জন্য উৎকণ্ঠা ভীষণ!
 না জানি কি হয়...
 হঠাৎ জিপ গাড়ির হর্ন
 দরজায় করাঘাত!
 বাবা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দরজা খুলতেই
 হায়েনাগুলো ঢুকলো ঘরে!
 দাদাকে পায়নি খুঁজে
 পেয়েছিলো আমাকে!
 হ্যা হ্যা! পেয়েছিলো!
 পেয়েছিল মাংসের খোঁজ!
 বাবার বুকে রাইফেলের ২৭ ইঞ্চি ব্যারেল ঠেকিয়ে
 আমায় জোর করে তুলে নিয়ে গেল!
 আমি সেদিন শুনেছিলাম-
 মায়ের আর্তনাদ!
 ভাইয়ের গগনবিদারী চিৎকার!
 সে রাতে আমায় এক অন্ধকার কুঠুরিতে নিয়ে গেল ওরা,
 সেখানে আমার মত

আরো অনেকেই ছিলো!
 মায়ের বয়সী এক নারীকেও দেখেছিলাম!
 ওরা আংকে উঠেছিল আমায় দেখে!
 পশুর চরণে বলি হবো আজ!
 দুরন্ত নদীর মতো কল্লোলিত চঞ্চল আমি আজ যেন প্রাচীন এক অন্ধকার মৃত নদী!
 হঠাৎ সে অন্ধকার ঘরে টর্চ হাতে ঢুকেছিল!
 এক পিশাচ! হ্যা হ্যা পিশাচ!
 এর আগে যাকে পিতৃতুল্য ভাবতাম
 কাকা বলে ডাকতাম!
 ছিঃঃ
 হাতে-পায়ে ধরে ছিলাম, বলেছিলাম-
 আপনার মেয়ে রত্না, আমার সই!
 এইতো সেদিন, সেদিন আপনার বাড়িতে গেলাম!
 আপনি আমার পিতৃতুল্য,
 দয়া করুন, বাঁচান আমাকে
 পা জড়িয়ে ধরে ছিলাম!
 না না! সে কথা শুনেনি।
 বিনিময়ে শুনেছিলাম অশ্রাব্য নোংরা গালি, মুখে ছুড়েছিল এক দলা থুতু!
 এরপর ৫-৬ জন নরপিচাশ এল,
 ঘিরে ধরেছিলো আমায়,
 না না আর মনে করতে পারছিনা!
 এরপর জ্ঞান ফিরে রক্ত স্নানরত অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলাম নিজেকে!
 এরপর ওরা কত এসে গেছে!
 জীর্ণ-পত্র কীটদষ্ট, জড় প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম।
 নিষ্পেজ পড়ে থাকি এক কোণে।
 একসময় সবাই বলতো আমি যে ঘরে যাবো সে ঘর আলো করে রাখবো!
 লক্ষ্মী হয়ে মাতিয়ে রাখব সব!
 কিন্তু কখনো কেউ জানতো?
 আমি হবো-
 শত ঘরের ঘরনী, ঘরহীনা রমণী!
 হৃদয় গহীনের সুপ্ত স্বপ্ন,
 আজ ক্ষত বিক্ষত দেহের সাথে রক্তাক্ত!
 মা কাজলের ফোটা দিতো আমায়,
 কারো নজর যেন না লাগে!
 সে কাজল তোমার মেয়েকে নজর থেকে বাঁচাতে পারেনি গো মা!
 কলঙ্ক লেপে দিয়েছে! কালো কলঙ্ক!
 আমায় ওরা যতবার ভোগ করেছে,
 ততবার অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেছিলাম "জয় বাংলা"
 যদি ওদের কারো কানে গিয়েছে,
 দিয়েছে জ্বলন্ত সিগারেটের স্যাঁকা
 কখনো ঝরিয়েছে রক্ত!

আমি চাইলেই আত্মহত্যা করতে পারতাম!
 পারতাম অনেক লোভী নখের আঁচড় থেকে বাঁচতে এ বুকে গাড় চিহ্ন ঐঁকে দিতে।
 আমি পারিনি।
 মরে গেছিলাম তো সেই সন্ধ্যায়ই!
 এরপর থেকে দিন-রাতের হিসাব
 রাখি নি!
 কলঙ্ক নিয়েও শরীরটাকে বাঁচিয়ে রেখে ছিলাম,
 ওদের পরিণতি দেখবো বলে!
 সোনার বাংলা দেখবো বলে!
 অপেক্ষা করছিলাম....
 একদিন খুব ভোরে চারিদিক হঠাৎ নীরব হয়ে গেল!
 দূর থেকে প্রভাতফেরী শুনতে পেলাম!
 শুনতে পেলাম বিজয়োল্লাস!
 হঠাৎ চেতনা ফিরে পেলাম!
 কেমন যেন শক্তি পেলাম!
 আমি,নার্গিস, সেলিনা,দিপালী একসাথে বলে উঠলাম- "জয় বাংলা!"
 উদ্ধার করা হলো আমাদের।
 তবে সেদিন তথাকথিত এ সভ্য সমাজ
 গ্রহন করেনি আমাদের!
 সমাজের চাপে পরিবারও!
 কল্লনাও করতে পারিনি ওমন!
 যে দেশের জন্য নিজের সম্ভ্রম বিলিয়েছি, সর্বস্বান্ত হয়েছি,
 সে দেশের মানুষের কাছেই কলঙ্কিনী!
 বেঁচে থাকার অবলম্বন যখন পাইনি খুঁজে,
 কিন্তু হঠাৎ একদিন
 মমতার স্পর্শ পেয়ে ছিলাম!
 সাহসী একহাত পেয়েছিলাম কাঁধে,
 মা বলে সম্বোধন করে,
 বুকে জড়িয়ে ধরে ছিল একজন!
 দিয়েছিল "বীরাঙ্গণা" উপাখ্যান!
 আমার পিতা শেখ মজিবুর রহমান!
 সকল দুঃখ-অভিমান-কালিমা-কলঙ্ক
 মুহূর্তেই ঘুচে গিয়েছিল,
 বাঁচার শক্তি পেয়েছিলাম আমি!
 জড় থেকে জীবন্ত আবিষ্কার করেছিলাম নিজেকে!
 কলঙ্ক মুক্ত হয়েছিলাম যেন!
 না!না! কলঙ্ক আমার নয়,আমার নয়!
 কলঙ্ক তোমাদের,
 এ কলঙ্ক বাঙালির!
 তোমরা হত্যা করলে আমার পিতাকে! বাঙ্গালী হয়েও সম্ভ্রম কেড়েছিলে আমার,মদদ
 দিয়েছিলে হায়নাদের!

তুলে দিয়েছিলে পিশাচ হাতে
ধর্ষিতা হয়েছিলাম কিন্তু
বিনিময়ে পেয়েছিলাম স্বাধীন দেশ,
আর মহান জাতির পিতা!
কিন্তু বেঈমান বাঙালি হায়!
সেই পিতাকেই করলে হত্যা?

আদৌ কি তোমাদের মুক্তি মিলেছে,
মিলেছে কি স্বাধীনতা?

১২. অতৃপ্ত বাসনা

মোরে বলেছিলে হায়
ভোর বেলা মিলবে দেখা
শিউলির তলায়!
শিউলি মূলে ঝরেছিলো ফুল
সে ফুল শুকিয়ে গেলো
তবু মেলেনা দেখা হায়,
লালিত বাসনা মোর,
অতৃপ্তই রয়ে যায়!
বলেছিলে মোরে
হয়তো চেতনে কিংবা ঘোরে!
ম্যাটিনি শো দেখবো দুজন
ক্লান্ত দুপুরে!
কোথায় সেই দুপুরবেলা,
কোথায় সেই হাসি-খেলা?
নয়নে মোর জল টলমল,
কণ্ঠে বিষাদের গান,
কোন কথার রাখোনি কো মান
কেবলই করেছে ছল!

রোজ সন্ধ্যায় মনে হয়
জীবন মোর ফুরালো হয়,
কিন্তু বাসনা পুরিবার নয়!

১৩. স্বপ্ন
মুমতা হেনা মীম

বলেছিলে, স্বপ্ন দেখতে শিখো প্রিয়
স্বপ্ন তোমায় বাঁচতে শেখাবে!
স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম,
মেখেছিলাম হাজারো রং!
স্বপ্ন ভেঙ্গে চলে গেছে দূরে...
তবুও আমি বেঁচে আছি!
কিন্তু...
মরার মতন করে।

১৪. এখনো?

তুমি কি সেই আগের মতই আছো?
নাকি কালের স্রোতে গা ভাসিয়েছো?

অবগাহন করেছে সময়ের জলে
 বদলে গেছে মনের ভুলে?
 আছে সেই দুরন্তপনা?
 সেই আবদার, সেই বায়না?
 রাত জাগো কি আগের মতই?
 জোৎস্নায় বঁদ হয়ে থাকো?
 সাদাকালো তাঁতের শাড়িটা
 রাত বিরাতে এখনো পরো?
 এখনো কি লেপেট থাকে
 টানা চোখে কালো কাজল?
 শুকনো বেলীর মালা টা কি
 এখনো বইয়ের ভাঁজে আছে?
 মাঝরাতে প্রদীপের আলোয়
 দেয়ালে সেই ছায়া নাচে?
 খিলখিলিয়ে হাসো নাকি
 দাঁড়িয়ে থেকে আয়নার কাছে?
 এখনো কি মা জোর করে
 বিনুনি করে চুলে?
 না আজো সন্ধ্যাবেলা
 চুল বাঁধোনি ভুলে?
 গোলাপ কেনার অভ্যাস
 সে কি এখনো আছে!
 কাকে দাও লাল গোলাপটা?
 নাকি রাখো নিজের কাছে?
 সঞ্চয়িতাটা যে সেবার আমি
 দিয়েছিলাম কিনে,
 এখনো তুমি পায়ের রাঁধো?
 আমার জন্মদিনে?
 গোধূলি বেলা, শেওলা ঘেরা
 ছাদটাতে যাও?
 সন্তুর কান্ড দেখে আজো
 হেসে লুটোপুটি খাও!
 মেঘলা দিনে এখনো
 বৃষ্টি বিলাস করো?
 ধূপখোলার সেই কাঁচের চুড়ি
 এখনো কি পরো?
 সিগারেটের গন্ধটা কি
 এখনো বেশ লাগে?
 ঐ বাড়ির হ্যাঁবলা ছেলেটা
 এখনো চেয়ে থাকে!

আগের মতন লেখালেখির
 রাখোনা বুঝি খোঁজ,
 সাইরেন বাজিয়ে পিয়নটা
 এখনো আসে রোজ?
 সোনালী শঙ্খটা সেই যে
 কিনেছিলে বুঝি?
 সেবার তো পেলাম না আমি
 করেও খোঁজাখুঁজি!
 ডাকটিকেট কি এখনো জমাও
 নাকি সব দিয়েছে ফেলে?
 চিঠি বুঝি এখনো লিখো
 পাঠাও অসীম নীলে?
 আমায় কি এখনো ভাবো?
 এখনো বাঁধো গান?
 শেষ বিকেলে স্টেশনে
 দাঁড়িয়েছিলাম!

নিঃসঙ্গ গভীর রাত
 রক্তবর্ণ ঝড়ো হাওয়া
 হর্ম্যমসারি, ইট-কাঠ, ল্যাম্পপোস্ট ভাঙছে ভীষণ!
 কম্পমান ব্রহ্মাণ্ড
 উত্তাল পদ্মা, ভঙ্গুর পার
 আর হৃদয়ের ভাঙ্গন আমার
 বিধি মর্ত্যে ভাঙ্গনের খেলায় মেতেছে
 মেতেছে সৃষ্টির খেলায়
 দৈববলে সৃষ্টি শিশু
 ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে আসবে ভবে

ঈশ্বর বিশ্বস্ত করে ব্রহ্মাণ্ড
সৃষ্টি বিশ্বস্ত করবে মানব হৃদয়।

১৬.কবিতার বন্দনা

সাদা কাগজে কালো কালির লেখা কবিতা,
তোমাকে দেখাতে পারে হাজারো রঙের মিশেল!
তোমাকে দেখাতে পারে সুনীল আকাশ, হয়তো উড়তে পারো শঙ্খচিল হয়ে, ছুঁতে পারো
তেপান্তরের নীল
শুভ্র মেঘ কিংবা সমুদ্রের ফেনা!
কল্পনায় করতলে নিতে পারো অশান্ত সমুদ্র!

কখনও বুকের মাঝে অনুভব করতে পারো একরাশ হাসনাহেনার সৌরভ!
 অঙ্গে মাখতে পারো এক আকাশ জ্যোৎস্না!
 নিজেকে আবিষ্কার করতে পারো কচি পাতার উপর, ঘাসফড়িং রূপে!
 এই কবিতাই তোমাকে নিয়ে যেতে পারে হাজার বছর পূর্বের কোন সভ্যতায়!
 মহেঞ্জোদারোর ধূসর টিলায় নিজেকে আবিষ্কার করতে পারো!
 কিংবা পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তুর পাহাড়ের সুরমা উড়িয়ে যেতে পার বহুদূর ...
 হয়তোবা হয়ে যেতে পারো ফেরারি পথিক,
 নিজেকে কল্পনায় দেখতে পারো- রক্তিম কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় অপেক্ষারত প্রেমিক পুরুষ রূপে!
 হঠাৎ ভিজতে পারো ঝুম বৃষ্টিতে
 প্যারিস রোডে কিংবা অন্য কোথাও!
 কবিতা তোমাকে দিতে পারে এ তপ্ত তাপদাহে শীতল অনুভূতি
 শোনাতে পারে পাখির কুজন!
 চোখের সামনে এনে দিতে পারে সন্ধ্যাতারা,
 হয়তো শোনাতে পারে মহাকালের ডাক!
 কখনো গেরুয়া বসনে বাউল হবার সাধ মেটাতে পারে তোমার।
 নিয়ে যেতে পারে চিরচেনা সবুজ গ্রামের আলপথ ধরে বহুদূর...
 কখনো পেতে পারো ভেজা মাটির গন্ধ!
 কবিতা দিতে পারে-সংসারী শৃংখল ভেঙ্গে যাওয়ার উল্লাস।
 যেখানে পাইন বন জোনাকির আলোয় ডুবে গেছে, গভীর অরণ্য সবুজের গহ্বরে হারিয়ে গেছে
 সেখানে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারো সম্পূর্ণ একা,
 উৎশৃংখল ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা মেটানোর স্বাদ নিতে পারো তুমি!
 স্বর্গ-মর্ত্যের সকল রং মিশে আছে সাদা-কালো কবিতায়!
 কবিতাই পারে অসীমে টানতে
 আলো আঁধারে ডুবাতে!
 কবিতা কখনো জ্বালায়,
 কখনো পোড়ায়!
 কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায়!
 কবিতা মায়ারী, কবিতা উৎশৃংখল
 কবিতা সুন্দর, কবিতা নির্মল!
 কবিতা চপল, কবিতা রাশভারী,
 কখনো দয়ালু, কখনো অপহরণকারী!
 কবিতাই পারে অপহরণ করে
 নিতে যেতে
 দূর থেকে দূরে!

১৭.বাড়ি

আজ পরিত্যক্ত এ বাড়ি!
কিন্তু বহন করে চলেছে কতো স্মৃতি
অযত্নের ভারে খুঁটি গুলো নুঁয়ে গেছে প্রায়..
অথচ এ বাড়িতে একসময় বসতো চাঁদের হাট!
কত হাসি-ঠাট্টার মিলন মেলায় মেলাতাম হিসাব-পাঠ!
হ্যাঁ আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,

স্মৃতিপটের ধূসর আকাশটা হঠাৎই কেমন যেনো নীল হয়ে ধরা দিলো!
বাতাসও যেন আজ স্মৃতি গন্ধে কাতর!

ঐ যে আমি যেন শুনতে পাচ্ছি মায়ের গলা!
নাকে আসছে উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ!
রোয়াক থেকে হামান-দস্তায় পান ছেঁচার শব্দ!

হায়!পিছন দরজায় যে কাটা-লতা উঠেছে!
কত ভরা বর্ষায় কাদায় লুটোপুটি খেয়ে
মায়ের ভয়ে
পেছন দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছি!

মা স্নানে যাওয়ার পর রোদে দেওয়া আচার কতোবার লুকিয়ে খেয়েছি!

দাদুর উপর রাগ করে রাগ ঝাড়তাম লাঠিটার উপর!

এইতো বাবার কাঠের আলমারি!
এ আলমারি থেকে সংগোপনে কতবার নভেল চুরি করে পড়েছি! শরৎচন্দ্র,দস্যু বনহুর আর
কতো যে নাম না জানা বই!
আলমারিটায় আজ ঘুনে ধরেছে,
বইগুলো হয়েছে উইপোকার বাসা!

সাধের টিনের বাক্সটাও চোখে পড়ছে!
এখনো খুললে হয়তো আমার রয়্যাল গুলি,গুলতি আর হারানো মার্বেলের সন্ধান মিলবে!

চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়িটার মুখে এখন মাকড়সার জাল!
সে জালে তাকাতেই হারিয়ে গেলাম স্মৃতি গহ্বরে।
এ সিঁড়ি বেয়ে কত উঠেছি!
দিদির হাত থেকে আমার কুসি নিয়ে দৌড়ে সোজা চিলেকোঠার বারান্দায়!
কতো নির্জন দুপুরে মায়ের বকুনি খেয়ে পড়তে বসেছি এখানে।
কতো বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতে দেখেছি নির্জন নিরালায়

জামরুল গাছের ডালপালা গুলো বারান্দার জানালার শিক স্পর্শ করতো!
আমি পাতার ফাঁকে আলো-ছায়ার খেলা দেখে কখন যে ঘুমের দেশে পাড়ি জমাতাম!

বৃষ্টির দিনে টিনের চালের ঝমঝম শব্দ শুনে কোথায় যে হারিয়ে যেতাম!

সন্ধ্যায় বাবার ভয়ে আমরা হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসতাম!
জোরে জোরে পড়ার ভান করতাম বেশ!
কখনো কখনো লেগে যেতো ঝগড়া!

বিকেলে পাঁচ দুয়ারের সিঁড়িটায় বসে মায়ের মাথায় বিলি দিতো!
হাসি-ঠাট্টায় লুটিয়ে পড়তো তারা!
কখনো বা শুনতাম মা-কাকিমার মুখে
হারানো দিনের গল্প!

সময় বয়ে গেছে অনেক,
এ শান বাঁধানো পুকুর, ছায়ায় ঘেরা বাড়ি আজ পরিত্যক্ত।
আসবাবগুলোও হয়েছে পুরানো থেকে পুরানো,
চিলেকোঠার জানালার শিক গুলোও ভঙ্গুর আজ।
জনমানবহীন বাড়িতে কাকের কা-কা শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না!

অনেক কিছুই স্মৃতির পটে মলিন আজ!

তবে হ্যাঁ,এ পুরানো সবকিছুর মাঝেও নতুন কিছু আছে!
হ্যাঁ নতুন কিছুই...
নতুন চোখে পড়ছে
কিছু কবর!

১৮. ফিরিয়ে দাও

ফিরিয়ে দাও সেই হারানো
সোনার সংসার।
শৈশব কৈশোরের দুরন্তপনা,
ফিরিয়ে দাও ঝিঝি পোকাকার ডাক,
আর জ্যেৎস্না মাথা রাত।
ফিরিয়ে নাও এ অবাধ স্বাধীনতা,
বিনিময়ে-
জ্যাঠামশাই-দাদুর শাসন!
ফিরিয়ে দাও আবার।

ফিরিয়ে নাও এ যুগের সব
যান্ত্রিক ব্যস্ততা,
বিনিময় ফিরিয়ে দাও
শেষ বিকেলের অবসর,
সেই নকশী কাঁথা।

ফিরিয়ে নাও এ অ্যাপার্টমেন্ট, বিলাসবহুল গাড়ি।
বিনিময়ে ফিরিয়ে দাও-
সেই উঠোন, ছায়ায় ঘেরা
ভালোবাসার বাড়ি।

ফিরিয়ে দাও দাদুর গল্প
আর ঘুমপাড়ানি গান,
নির্দিষ্টায় সব বৃদ্ধাশ্রম
ভেঙে করো খান খান!

চাইনা এ রক মিউজিক, চাইনা পপ-ব্যান্ড
ফিরিয়ে দাও হারানো পুঁথি,
আর টেপ রেকর্ডের গান!

চাইনা এ মোবাইল ফোনে
অত্যাধুনিক খেলা
ফিরে পেতে চাই
কড়ি কানামাছি
আর সোনালী ছেলেবেলা।

ফিরিয়ে নাও ম্যান্ডালোরিয়ান,
দ্য উইচার!
আবির্ভাব ঘটুক আবার
ঘনাদা-টেনিদার!
ফিরিয়ে নাও সব ওয়েব সিরিজ,
বিনিময়ে দাও দুই পয়সার সেই ম্যাটিনি শো এর টিকিট!

সময়ের বিবর্তনে
শৈশব-কৈশোরের দুরন্তপনা
সমস্ত উচ্ছ্বাস আনন্দ
আজ কুয়াশা তলে,
সৃষ্টি হয়েছে হতাশা-হাহাকার।
চাইলে কি ফিরে পাবো,
সেই সোনালি সময় আবার?

১৯.কলমের প্রতিবাদ

কতই কলমে শান দিয়েছি,
কত মশাল বানিয়েছি
বারুদ যেই জ্বালতে গেছি,
কিন্তু ফের থমকে গেছি!
হ্যাঁ আমি লিখতে গিয়েই থমকে গেছি!

হৃদয়ে চেপেছিল অজানা ভয়,

পাছে লোকে কি যে কয়
কত দোটানা, কত সংশয়!

পরাধীনতার আন্তাকুড়ে,
প্রতিবাদী শব্দরা গুমড়ে মরে...
কন্টকময় পথে হাঁটতে না পেরে,
মাঝপথ থেকেই এসেছি ফিরে!

মানবতার পতনের উল্লাস
মুখোশ-ধান্দা-ফন্দি,
মস্তিষ্কে ধরাল জং,
কবির কলম করলো বন্দি।

ধর্ষণ,আত্মঘাতী,,শোষণের বিরুদ্ধে লিখতে চেয়েছিলাম, হায়!
সূর্য রাক্ষসে গিলেছিল,
আর অমানিশা আমায় খায়!

তবুও আজ তুলবো স্বর ,
করব প্রতিবাদ!
কবির কলম থেকে ঝরবে আগুন,
এগিয়ে যাবে "নির্বাধ"...

কবিতার সুরে গাইবো আজ
প্রতিবাদী গান!
অরুণের আলোয় আলোকিত হবে লাখো তরুণের প্রাণ!

২০.নতুন ভোর

জানি।
সময়টা বিভীষিকাময় ঠেকছে তোমার।
ফিরে পেতে চাইছো সেই দিনগুলো,
আমার হাঁটতে চাইছো হাত ধরে।
গাইতে চাইছো হারানো সুরে,

দাঁড়াতে চাইছো সেই গলির মোড়ে,
একসাথে মাথতে চাইছো গোধূলির আবির্,
সন্ধ্যায় আমার ঘরে ফেরার তাড়া নিয়ে করতে চাইছো মুখ ভার!
তাই না প্রিয়?
জানি, আবারো সেসব হবে।
নতুন কোন খানে, নতুন কোন রূপে।
আবারও থাকবে তুমি কারো পথ চেয়ে
গাইবে তুমি নতুন সুর,
অনুভব করবে স্বর্গসুখ,
হাতে হাত রাখবে দু'জন
আবার দেখবে নতুন ভোর।

২১. সাগরের মায়া

মায়া,
তুমি শুনতে পাও, সাগরের আহ্বান?
নির্বাক সাগরের তীব্র আর্তনাদ?

শুনেছি তুমি অবগাহন করেছেো
 ঐ সাগর জলে,
 ওই বিষাদের বিষে সাগরকে করেছে
 গাড় নীল
 মায়া, সাগর তীরে হেটে গেছেো বহুদূর
 অশ্রু জলে সিক্ত করেছে বালুচর
 লবণাক্ত করেছেো সাগর
 নোনা বিষে নির্বাক সাগর।
 গোধূলির শেষে তরঙ্গ তুলে
 ভেসে গেছেো অরুণাচল।

মায়া,
 তুমি মিশে গেছেো প্রতিটা জলকণায়
 হয়তো বিষাদে কিংবা ভালোবাসায়

মায়া, শোনোনি তুমি?
 নির্বাক সাগর হঠাৎ গর্জন তোলে,
 ওতো গর্জন নয় আর্তনাদ!
 তোমাকে হারানো ব্যথা সৃষ্টি করে প্রবল ঘূর্ণি! সাইক্লোন-টর্নেডো!
 বিধ্বংস হয় সাগরের হৃদয়!
 যা আড়ালেই রয়ে যায়!

মায়া,
 কখনো দেখেছেো
 শান্ত সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা
 শুভ্র ফেগা?
 এ যেন তোমার প্রতি প্রবিত্র প্রেমের বহিঃপ্রকাশ!
 হারিয়ে গেছেো তুমি!
 দূর থেকে দূরে...
 সমুদ্রের কল্লোল কি শুনো আজও?
 জানো? সাগর আজও স্বপ্ন দেখে...
 পশ্চিম পানে তাকিয়ে থাকে,
 আবার ফিরবে তুমি
 অবগাহন করবে জলে
 অঙ্গে মাখবে সাগরের
 সীমাহীন ভালোবাসা ♥

২২. মস্তিষ্কে জখম

প্রতিভা
 বেশ ভারী শব্দ বটে!
 আজ সমাজে প্রতিভাবানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয়

কতিপয় লাইক কমেন্ট শেয়ারে
 ওহ!লিজেন্ড বলা হয় তাদের।
 তরুণ সমাজ গুটিকয়েক লিজেন্ডকে মাথায় তুলে নাচতেই ব্যস্ত!
 এদের কাউকে দেখলে
 সেলফি কিংবা অটোগ্রাফের
 পিছনেই ছুটে...
 কিংবা নিজের রঙিন ছবি আপলোড করে ফলোয়ার বাড়াতে ব্যস্ত!
 ফ্যান বাড়ানো কিংবা
 টিকটকে নিজের কারিশমা দেখানোই যেন
 জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য,
 প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ করণ!
 ভাবার অবকাশই পাও না
 তোমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে যে চেয়ে আছে,
 এক বেলা ভাত খাওয়ার জন্য মিনতি করছে
 কখনো কি ভেবেছো তার কথা?
 হয়তো কয়েক দিন অনাহারেই আছে সে...
 কিন্তু তুমিতো ফানি ভিডিও শেয়ারেই
 ব্যস্ত!
 বিশ্বাস করো!
 ওই শিশুর চোখে গোটা সমাজটা
 এরচেয়েও পরিহাসের!
 তুমি যখন গুগলে কিংবা ইউটিউব এ
 কোন ভাইরাল ক্লিপ খুঁজছো,
 ও তখন ডাস্টবিনে, কখনো ময়লার স্তুপে
 আধখাওয়া বিস্কুটের প্যাকেটের খোঁজে...
 তুমি যখন হেডফোনে রোমান্টিক গান শুনে ঘুমানোর চেষ্টায় আছে
 কিংবা কল্লনার সাগরে ভাসছে
 তখন দেখবে ও রাস্তায় ই ঘুমিয়ে আছে...
 স্বপ্নগুলো যেন পিচের সাথে মিশে গেছে....
 স্বপ্ন কি আদৌ আছে ওদের?
 ক্ষুধায় মস্তিষ্কে পোকা ধরেছে যে!
 ভন্ড পূজায় ব্যস্ত তোমার
 চোখেই পড়ছে না
 মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দেবীর দেহাংশ...

২৩.অবনীশ

অলস দুপুরটা সেই আগের মতই আছে,
 তাই না অবনীশ?
 আমার অভ্যাসগুলোও বদলায় নি খুব।
 সেই আগের মতই জানালার পাশের চেয়ারটায় বসে কবিতা পড়ি,
 জানালার পাশের হিজল গাছটা এখনো আছে,
 এখনো ফুল ফোটে, পাখি ডাকে।
 বাড়িটাও আগের মতই আছে।
 খুব একটা আধুনিকতা ছুঁতে পারেনি।
 লোকে সেকলে বললেও আমার বদলাতে মন চায় নি।
 এখনো আছে আমার সেই আবেগমিশ্রিত অপেক্ষা,
 শুধু তুমি নেই।

আজ ১৮১১৩ দিন তুমি নেই।
 নেই বলছি কেন!
 তুমি আছো আমার হৃদয়ের গহীনে, সুরক্ষিত।

জানো অবনীশ, এ ক্লান্ত দুপুরে তোমাকে খুব মনে পড়ে!
 সেই যে আমি যখন বসে কবিতা পড়তাম,
 পিছন থেকে এসে জাপটে ধরতে আমায়।
 বলতে, কি কবি সাহেবা, লেখা কতদূর!
 বলতাম পড়ছি এখন, লিখবো পরে!
 তুমি বলতে শুনি, কি পড়ছো?
 আবৃত্তি করে শোনাতাম তোমায়।
 মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে তুমি।
 মাঝে মাঝে আমার আধ খাওয়া ঠান্ডা হয়ে যাওয়া কফিটা ফু দিয়ে খেতে!
 বেশ মজা পেতাম!
 আচ্ছা অবনীশ, মনে পড়ে?
 তুমি ক্যালিন্সো আর অডিসিওরের গল্প বলতে?
 গ্রীক মিথলজি কতভাবেই না বোঝাতে!
 বলতে এটা নিয়ে কবিতা লিখতে পারো, বেশ হবে!
 আমি বাপু খুব একটা বুঝতাম না!
 তাও তুমি কত সুন্দর করে বুঝাতে!
 জানো অবনীশ, এখন আর কেউ এমন করে বোঝায় না...

আমার মনে আছে অবনীশ, একদিন তুমি ১৭ টা বই উপহার দিয়েছিলে আমায়,
 আমি খুব খুশি হয়ে বইয়ের গন্ধ শুকছিলাম!
 তুমি বললে-বইয়ের গন্ধ ভালো লাগে তোমার?
 উত্তর হ্যাঁ শুনে তুমি আমায় সেই বিকেলে রহমত চাচার প্রেসে নিয়ে গিয়েছিলে!
 খুব হেসেছিলাম তোমার পাগলামি দেখে!
 অবনীশ মনে পড়ে, বিউটি বডিংয়ে আতাউল ভাই, মতি ভাই, রেহেনা ভাবি, লতিফা আমরা
 সবাই আড্ডা দিয়েছিলাম, ওই দিনটার কথা?

সিগারেট নিয়ে আমার কৌতুহল দেখে সবার সামনে আমাকে সিগারেট দিয়ে বলেছিলে খেয়ে
দেখাও তো!

হঠাৎ খুব শ্বাসকষ্ট হয়েছিলো আমার!
ভয় পেয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলে তুমি!

অবনীশ জানো, শ্রীশদাস লেনের বাসাটা আমি ছেড়ে যেতে পারিনি।

জানো প্রিয়,

আমার আক্ষেপ হয়!

কেন যে সেদিন তোমায় ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে এসেছিলাম!

আমি আসতে চাইছিলাম না, তুমি বলেছিলে এ সময় বাবার বাড়ি থাকতে হয়!

আমি বাড়ি যাওয়ার ২ দিন পর(৩রা নভেম্বর ১৯৭১)জানোয়ারগুলো শ্রীশদাস লেনের বাসা
ঘিরে ফেলেছিল!

শুনেছিলাম ওরা তোমায় টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিলো পি.কে রায়ের রোড দিয়ে!

এ রাস্তায় কতবার আমরা হাত ধরে হেঁটে ছিলাম!

স্কুল পালিয়ে ক্যাফে কর্নারে করে বসে থাকতাম দুজনে!

জানো অবনীশ অনেকদিন ওরা আমাকে এ বাড়িতে আসতে দেয়নি।

আর কখনোই তুমি আমায় নিয়ে আসোনি গেল্ডারিয়ার বাড়ি থেকে।

খোকাকে নিয়ে সাত মাস পরে এসেছিলাম শ্রীশদাস লেনের বাড়িতে।

অবনীশ,

আমি আবারো বসেছিলাম জানালার পাশের চেয়ারটায়।

আবারো লিখেছি কত কবিতা!

আবারও হেঁটেছি প্যারিদাস রোডে।

বিউটি বোর্ডিংয়ে গিয়েছি অনেক।

কিন্তু তুমি?

তুমি আর গ্রীক মিথলজি বলনি।

কাচের রেশমি চুড়ি আনোনি।

আধ খাওয়া কফি ফু দিয়ে খাওনি।

পেছন থেকে জড়িয়ে ধরো নি।

ল্যান্ড লাইনে আর কখনো তোমার ফোন আসেনি।

১৮১১৩ দিন কেটে গেছে অবনীশ।

অনেক কিছুই বদলে গেছে।

সোনালী দিন ধূসর আজ।

কালো চুল শুভ্র আমার,

চঞ্চলা তরুণী আমি আজ বৃদ্ধা।

জানো অবনীশ আজও পাখি ডাকে,

আজও কবিতা পড়ি,

আজও তোমার উপস্থিতি কামনা করি।

আজও হয়তো ক্যাফে-কর্নায়ে আড্ডা হয়।
শুধু তুমি নেই।
খুব শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে, অবনীশ।
তখন আমরা ক্যালিন্সো আর ওডিসিওরের গল্প নয়,
করব কেবল আমাদের গল্প।
হারিয়ে যাওয়া দিনের গল্প।

২৪.অবনীশ (২)

জানো অবনীশ,
আমি আজও তোমার অপেক্ষায়।
ব্যস্ত এ শহরে,
ক্লান্তি মাথা দুপুরে
ভর সন্ধ্যা কিংবা নিশ্চল রাতে
তোমাকেই কামনা করি।

শুভ্র ভোরে স্নিগ্ধ শিশিরের মত

তোমাকে পাবার ইচ্ছেটা
নতুন করে জাগে।
শিশির মিলিয়ে যায়,
কিন্তু ইচ্ছেটা...

দুপুরে স্নানের ঘরে
আনমনে আয়নায় তোমার
জলছবি ছবি আঁকি...
সে ছবি মিলিয়ে যায়,
কিন্তু অন্তরের তুমি...

হৃদয়ের উষ্ণতার তাপদাহে
বাষ্প ভারী হয়,
সে বাষ্প হাওয়ায় মেলায় না,
আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরে আমার!

শেষ বিকেলে পাখিরা ফিরে নীড়ে
আমি অপেক্ষায় থাকি,
তুমি আসবে বলে...
কিন্তু....

এভাবেই দিন গড়িয়ে রাত যায়
দিনের পর দিন
বছরের পর বছর
অপেক্ষায় কেটে যায়...
কিন্তু আমার ক্লান্তি আসে না!

জানো অবনীশ,
আমি অভিনয় তো বেশ রপ্ত করেছি!
ভুলে থাকার অভিনয়টা
বেশ করি!
যত দূরে যেতে চাই,
হৃদয়ের ততই কাছে
তোমার উপস্থিতি অনুভব করি,
এড়াতে পারিনা তোমায়!

ব্যস্ত এ কনক্রিটের শহরে
আমি বড়ই ব্যস্ততাহীন!
শহরের কোন এক কোণে,
কোন এক বারান্দায়
বসে আছি,
তোমার অপেক্ষায়!

মাঝে মাঝে মনে হয় এক লহমায় পৌঁছে যাই তোমার কাছে!
শত অভিমান ভুলে মুখ লুকাই
তোমার লোমশ বুক!
কিন্তু হয় অবনীশ!
তুমি আজ-
অন্য কোন ঘরে, অন্য কারো কাছে
কখনো ফিরবে না জানি।
ভালো থেকো।

জীবনটা খুব ছোট।
তোমাকে হারানোর ব্যথা, বিরহের কষ্ট
ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা
এসব একান্তই আমার।
আমারই থাক।

কালে কালে হয়
অবনীশেরা হারিয়ে যায়
নিরুপমারা কেবল
চাতকের মত চেয়ে থাকে
অবনীশদের অপেক্ষায়।

২৫.নিঘূম

স্নান শেষে উদিত হইতেছে সূর্য...
শাখে-শাখে,ডালে-ডালে নীড়ের উষ্ণ ওম ভাঙিয়া পাখিরা জাগিয়া উঠিতেছে।
ইহারা সংবাদ বাহক রূপে রব তুলিয়া জগতে রটাইয়া দিতেছে, ওঠো ওঠো সূর্যস্নান সম্পন্ন
হইয়াছে!! তোমাদিককে কর্মচঞ্চল হইতে হইবে!

ঐ দূর হইতে আজান ভাসিয়া আসিতেছে, "আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম"
এক পাখি গুঞ্জন তুলিতে তুলিতে আমার দ্বারপ্রান্তে আসিল, আমাকে ঘুম হইতে তুলিতে শিশ
বাজাইলো বার কয়েক!

আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল!
একি তুমি এখনো নিঘূর্ম?

২৬. অভিষাপ

আজ এ বহি ছুঁয়ে তোমায় অভিষাপ দিলাম!

উনুনের তাপে ব্যঞ্জনের বাষ্প যেমন বাতাসে মিলায়, ঘনীভূত হয়ে মেঘে রূপ নেয়, শেষে বৃষ্টি
হয়ে ঝরে পড়ে,

ঠিক তেমনি, এ অভিষাপের তাপেই আমার কষ্ট গুলো উড়ে ঘনীভূত কালো মেঘ হবে, শেষে
তোমার চোখে যেন বর্ষা হয়ে ঝরে পড়ে!

২৭.শেষ বিকেলের মেয়ে

আমি শেষ বিকেলের মেয়ে
রক্তিম অশ্বরের পানে চেয়ে
সারাদিনের ক্লান্তি শেষে
লোক চক্ষুর আড়ালে এসে
আজ কাটাবো একান্ত প্রহর।

দুঃখ-সুখ চাওয়া-পাওয়া
সব বাকি থাক,
নিমিষেই শুকিয়ে যাক কাল্লার সাগর
বহুদিন বাদে কাটাবো আজ
একান্ত প্রহর!

রাতে মিলবে দিন,
তাই এতো আলোকসজ্জা,
এতো ঝংকার!

শুষ্ক আকাশ সেজেছে বেশ
হৃদয় ছুঁয়েছে সুখের আবেশ
তাই আজ আমিও সেজেছি সজ্জাপনে

দ্বিধান্বিত মন আজ দ্বন্দ্বহীন,
গোধূলির আকাশে লেগেছে আবির
সারাদিন সূর্যের মতো জ্বলে,
বেদনা-মাধুর্যে গড়া আমি
কাটাবো একান্ত প্রহর।

অশ্বর সেজেছে উপমাহীন ফুলে,
আমার সুখ মিলেছে ঐ মিলনান্ত নীলে
সেই সজ্জা আজ লাগিয়েছে ঘোর
অবশেষে কাটাবো আজ একান্ত প্রহর!

জনমানব নেই,নেই কলরব।
কেবল চায়ের কাপের টুংটাং শব্দ।

সমুদ্রের ফেনা আকাশে মিশেছে,
নাকি হিমাদ্রি শেখর ঠেকেছে নীলে?

পৃথিবীর সব রূপ-রস ঢেলে সাজিয়েছে আকাশ..
হয়তো খানিক বাদেই নামবে আধার একান্তই কাটাতে চাই এ প্রহর।

একান্ত এ প্রহর কাটানোর জন্যই বেঁচে থাকার সাধ হয়,
সারাটা জীবন যেন শেষ বিকেলেই কেটে যায়!

২৮.তুমি ব্যর্থ নও

জন্মের পূর্ব থেকেই জয়ের স্বাদ পেয়েছো তুমি।
৫০ কোটি শুক্রাণুর মধ্যে তুমিই বিজয়ী।
আরে তুমিতো অর্ধেক ভারতবর্ষ জয়ের ক্ষমতাই নিয়ে জন্মিয়েছো!

আজ দু-চারবার হেরেই হতাশ?

জন্মের সময় থেকেই হাসি ফুটিয়ে এসেছো বাবা-মায়ের মুখে!
আজ দু'বার ব্যর্থ হয়ে তুমি ভাবছো তাদের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যর্থ?

সেই ছোট্ট থেকে স্বপ্ন দেখাতে পারো তুমি, তোমাকে ঘিরেই স্বপ্ন তাদের।
দু'বার হেরে গিয়ে মনে হচ্ছে - স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে, তাইনা? তাই বেছে নিলে আত্মহনন?
আত্মহননে তোমার স্বপ্ন পূরণের ক্ষতিপূরণ হবে না... শুধু ভেঙ্গে যাবে আরো দুজন মানুষের
এতদিনের গড়া স্বপ্ন।

এ ঘরে শুয়ে শুয়ে সিলিংয়ে তাকিয়ে ভাবছো আত্মহত্যার কথা,
কান পেতে শোনো, পাশের ঘরের ফিসফিস কথোপকথন।
বুঝে যাবে তুমি তাদের কতোটা।

দু'বার অকৃতকার্য হয়েই ভেবে নিয়েছো এ পৃথিবীতে তুমি অযোগ্য,
আসলে একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে, ওই দুজন মানুষের পুরো পৃথিবীটাই তুমি।

২৯. মৃত প্রজাপতি

রামধনুর সাত রং অঙ্গে মেখে
বিভোর রঙিন স্বপ্নে
ডানা মেলে উড়লো দিগন্ত পানে...
কিন্তু হায়!
প্রখর সূর্যের তাপে ঝলসে
মুখ খুবড়ে পড়ল অবশেষে!
আর মৃত স্বপ্নেরা হাওয়ায় ভাসে....

(সব স্বপ্ন সত্যি হয় না, কিছু মৃত স্বপ্ন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। সত্য-মিথ্যা এই স্বপ্ন দেখেই মানুষ বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পায়। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া মানে জীবন শেষ হয়ে যাওয়া নয়, নতুন করে স্বপ্ন দেখে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন।)

৩০. ভালো ছিল

ভালো ছিল আশি-নব্বইয়ের দশকটা,
ভালো ছিল ল্যান্ডফোনের যুগটা।
ভালো ছিল অপেক্ষা,
অপেক্ষা ছিল মধুর
উৎকর্ষ আর আবেগমিশ্রিত প্রতীক্ষা।
ছিলনা সহজলভ্য যোগাযোগ
আর প্রযুক্তির বাড়াবাড়ি।
ছিল না এত চ্যাট, কনভারসেশন
আর ভালবাসার ছড়া-ছড়ি!
দূর্লভ ছিল যোগাযোগ,
ভালোবাসা ও ঠিক তেমনি!
আজ কথা হয় সহজেই
ভালোবাসা ও হয় এমনি!
আজ এ সস্তা যোগাযোগ,
ভালবাসাকেও করেছে সস্তা।
ফলাফল কি?
দেখো এ সমাজের
কী করুণ অবস্থা!

৩১. অপরিচিতা

সহস্র বছর কাটিয়েছিলাম একত্রে...
বুনেছিলাম কোটি স্বপ্ন।
হঠাৎ এক নিশিতে
চমকে উঠলাম!
এ কে! চিনি নাতো!

৩২.গন্তব্যহীনা

প্রজাপতির ন্যায় মেলিয়া ডানা
দ্যুলোক-ভুলোক ভেদিয়া,
রৌদ্রতপ্ত আকাশ ফুড়িয়া
সুখগঙ্গায় ভাসিতেছি!
হস্তে অশ্বরের নীল
গন্তব্য অজানা.....

৩৩.ফোয়ারা

আমি বুদ্ধবুদ্ধ দেখেছি!
লাল রংয়ের বুদ্ধবুদ্ধ!
কিংবা বলতে পারো রক্তের ফোয়ারা।

উইনচেস্টারে ৫২ মডেলের রাইফেলের ২৭ ইঞ্চি লেন্থের ব্যারেল ঠেকালো ওরা আমার বাবার
বুকে!

এখন কেবল অপেক্ষা...

দুচোখ ঝাপসা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা।

বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার অপেক্ষা।

গগনবিদারী চিৎকারে রাতের নিশ্চলতাকে খানখান করে দেওয়ার অপেক্ষা!

আতঙ্কিত বাবার চিৎকারকে ছাপিয়ে গর্জে উঠল রাইফেলের গর্জন!

বারুদের ধোঁয়ায় কুয়াশার মতো ছেয়ে গেল পুরো ঘর!

মাংস পড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে গেল।

বুদবুদ তুলে ছুটল সেই ফোয়ারা।

টকটকে লাল রক্তের ফোয়ারা।

রক্তের অদ্ভুত-অচেনা গন্ধে আমার গায়ের সব লোম খাঁড়া হয়ে গিয়েছিল!

অসার শরীরটাকে নাড়াতে পারছিলাম না।

কিন্তু দৌড়ে ছিলাম, রুদ্ধশ্বাসে প্রানপনে দৌড়ে ছিলাম।

অন্তহীন আমি দূরে ছিলাম অজানায় অসীমে,

সে যাত্রায় সমাপ্তি ছিল না বুঝি।

পেছন থেকে আসছে কেবল বুটের শব্দ।

একটা না দুটো না হাজার হাজার।

হাজার হাজার হায়নারা ছুটেছে..

উইনচেস্টার এর ৫২ মডেলের রাইফেল...

অপেক্ষার প্রহর গুনছি...

আমার হৃদপিণ্ড থেকে কখন বেরোবে ফোয়ারা....

লাল রঙের ফোয়ারা!

৩৪.দ্বন্দ্ব

শিশির হারিয়েছে স্নিগ্ধতা,

বৃষ্টি হারিয়েছে ছন্দ।

মুগ্ধ আমি হতাশ আজ,

জীবন-কাব্যে দ্বন্দ্ব।

৩৫.গোধূলি

লালাভ আকাশ, মিলছে রশ্মি
শুভ্র মেঘে লুকায়িত শশী।
ঝিরিঝিরি নদী, আজান ঐ দূরে...
মৃদু বাতাস, পাখি ফিরে নীড়ে
ফুলের গন্ধে ভ্রমর উড়ে
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে....

৩৬.হলদে স্মৃতি

এমন যদি হতো, কোন এক অদৃশ্য শক্তিবলে পৌছে যেতাম গত শতকে!
নিয়নের আলোর মতো হলদে হয়ে চিন্তায় উঁকি দেয় কিছু দৃশ্য...
এই ব্যস্ততা, প্রযুক্তির ছড়াছড়ি সেখানে যেন একেবারেই নেই।
হঠাৎ ল্যান্ডলাইনের ক্রিংক্রিং শব্দ,
কিংবা দরজার বাইরে সাইকেলের বেল-কেউ চড়া গলায় ডাকছে বাড়িতে কেউ
আছেন?চিঠি আছে।

দরজার ওপাশ থেকে প্রতীক্ষিত আমি সাড়া দিতাম!
 চিঠির খাম খুললেই গড়িয়ে পড়তো দুটি শুকনো টগর!
 পেঁচালো হাতে হিজিবিজি ভাবে লিখতে
 "নিজের যত্ন নিও"
 চিঠি আঁচলে মুড়ে সারা বাড়ি হেঁটে বেড়াতাম।
 কোন একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ দেখা দিতে! বলতে-বলতো কেমন চমকে
 দিলাম? নির্বাক আমি অপলক চেয়ে রইতাম।
 খানিক চেয়ে বলতে এ কয়দিনে কি করেছে চেহারার হাল! কপালের টিপটা ঠিকমতো পড়নি
 দেখছি! চিপ ঠিক করতে করতে বলতে,
 দেখো পাগলিটা আবার কাঁদে!

সদ্য ভোরে বাবা যখন খবরের কাগজ পড়তো, হঠাৎ টেলিফোন!
 বারান্দার ওপ্রান্ত থেকে দৌড়ে যেতাম।
 তুমি ফোন করে বলতে- চা বানাচ্ছিলে বুঝি? কতদিন তোমার হাতে চা খাইনা!
 আর হ্যা শুনো বেরোচ্ছি আমি।
 সাবধানে থেকো।
 এপাশ থেকে উত্তর পেতে না তুমি।
 তবে বুঝে যেতে।
 বলতে -পাগলি আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। ছুটি পেলেই চলে আসব!
 হঠাৎ মায়ের গলা...
 ফের সম্বিত ফিরে পেয়ে চঞ্চলা হয়ে বলতাম মা ডাকছে।
 তুমি খানিক হেসে ফোন রেখে দিতে।
 অলস দুপুর বেলায় জানালার পাশে ইজিচেয়ারে বসে কবিতা পড়েই কাটতো বেলা।
 আবার কখনো গভীর রাতে ছাদে যেতাম।
 তোমার দেওয়া শিউলিমালা শুকিয়ে গেলেও কেমন নেশা ধরাতো।
 হঠাৎ উদাস হাওয়ায় এলোমেলা হয়ে যেতো চুল।
 প্রতীক্ষায় থাকতাম আমি তুমি আসবে বলে! কিছু সুখোন্মুতি চোখে ভেসে উঠতো বলে
 আনমনেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠতাম।
 নিশ্চিত তুমি পাশে থাকলে বলতে,বাহ! কি চমৎকার হাসো তুমি! আমার মায়াবিনী ভূবন
 মোহিনী....

৩৭. গানের পাখির বিদায়

এভাবেই চলে গেলে দৃষ্টির অন্তরালে,
তুর পাহাড়ের সুরমা উড়িয়ে চারিদিক ধূসর করে!

এতো অজানা নয়,
এভাবে চলে যেতে হয়!
শুনেছিলাম অজস্র গানে বিদায়ের পূর্বাভাস।
সুরের মূর্ছনায় রঙিন আবির ছড়ানো
তুমি জল গোলাপের শুভ্রতা ছড়িয়ে হারিয়ে গেলে দৃষ্টির অন্তরালে।
সব শব্দ-ছন্দ-গান নিঙরে হারিয়ে গেলে অতল গহ্বরে।
জানি। কনসার্ট-পার্টি-উত্তেজনা- হুল্লোড় পাবে না ছুঁতে তোমায়,
ব্যস্ত তুমি আজ বড়ই অবসর
অনুভূতিহীন, নিশ্চতন।

এ গোধূলি বেলায় দিনের আড়ালে চলে গেলে,
 রাত্রির কুয়াশায় ভেসে যতদূর যাওয়া যায়! কিংবা তারও দূরে!
 সাম্রাজ্য ভেঙ্গে, ক্রিস্টালের পিয়ানো ভেঙ্গে চলে গেলে দূরে, অতিদূরে!
 সব পথরেখা পেরিয়ে গেলে শুধুই একা।
 হয়তো বলছো, মানুষের হুল্লোড় উত্তেজনার মাঝে ফিরবো না আর।
 জীবন ভেলায় চড়ে, গহীন নদী বেয়ে চলে এসেছি স্পর্শের বাইরে,
 নিজেকে আড়াল করে মাটির নিচে একান্ত প্রহর কাটাবো।
 শান্ত পাখি হয়ে পড়ে রইব অনন্তকাল।

কিন্তু এ গানের পাখির শান্ত হয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে বড় কষ্ট হচ্ছে!

একটা প্রশ্ন জেগেছে মনে!
 এইঘে হাজারো হৃদয়ে কম্পন ছড়িয়ে যে তুমি চলে গেলে,
 রাজশাহী মেডিকেলের শীতল হীমঘরে তুমি কি একটুও কাঁপছো না?
 (অ্যাভুরু কিশোরকে উদ্দেশ্য করে)

৩৮.ঘাটের কথা

এইখানে কত যুগ ধরে আছি, মনে নেই...
 জনকোলাহল থেকে অনেকটা দূরে,
 ঘন জঙ্গলের মধ্যে...
 আমি এক শেওলা বিদীর্ণ ঘাট
 একসময় এখানে অনেক লোকের আনাগোনা ছিল,
 দলবেঁধে এ দিঘীতে স্নানে আসতো নারীরা,
 নরেশ গিন্নি, লক্ষ্মী দিদি, বিন্দি মাসি, হাজেরার মা আরো কত কে!
 আমার কোলে বসে চুলে বিলি দিতো!
 হেসে লুটোপুটি খেতো আমার গায়ের'পর...
 কত হাসি, কত ঠাট্টা
 এইসব আজ স্মৃতির পটে মলিন প্রায়।
 সেই যে একাত্তরের যুদ্ধ হলো, তারপর সব আনাগোনা ক্রমেই থেমে গেলো...
 আশেপাশের চিত্র পাল্টে গেল।

বাড়িঘর জঙ্গল হয়ে গেল!
পড়ে রইলাম আমি একা!

তবে এক গৌরী আসতো, প্রায়ই!
চুপচাপ বসে থাকত, আনমনে গান গাইত, কখনো বা একা একাই করত কণ্ঠ গল্ল!
মাঝে মাঝে আমার পরে বসে দীঘিতে ঢিল ছুঁড়তো, খিলখিলিয়ে হাসতো,
আমার বেশ ভালই লাগতো!
তার সঙ্গে ভাব জমানোর ইচ্ছে ছিল খুব!
সে যখন আসতো বুকের মাঝে যেন ছলকে পড়তো খুচরো পয়সা!
দিঘিতে স্নান করে যখন সিন্ধু দেহে আমার শ্যাওলাধরা পাড়ে বসতো, আমার নিষ্প্রাণ দেহ যেন
প্রাণ পেতো!
কখনো বিকেলে অনেক দূর হেঁটে ক্লান্ত দেহে গা এলিয়ে বসতো আমার দেহের পরে!
শিহরিত হতাম আমি!
অনেকদিন পর এমন কাউকে পেয়েছিলাম!
যে আমার পাথর হৃদয়ে প্রাণ জাগাতে পারতো!
সে তনয়ার নাম জানা হয়নি!
তবে তার আসা-যাওয়া চলছিল।
আমি অপেক্ষায় থাকতাম তার মঞ্জিরের শিঙুন শোনার!
হঠাৎ একদিন তার আসা বন্ধ হয়ে গেল!
কত যে শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত গিয়েছিল, তার দেখা মেলেনি!
যখন তাকে ভুলতে বসেছিলাম, আকস্মিক তার আগমন ঘটেছিল, হ্যাঁ সে এসেছিলো
আবারো!
গৌড়ী তখন প্রায় ষোড়শী।
এমনই এক বর্ষা ছিল সেদিন,
সেদিনও মেঘের হাড়ি ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল!
চারিদিক আঁধার নেমে এসেছিল..
আমার পিচ্ছিল দেহে সে পা রেখেছিলো ছিল নীরবে..
সেদিন আমি প্রাণ অনুভব করতে পারিনি,
প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর সে কেমন মলিন হয়ে গিয়েছিল,
সেই উচ্ছ্বাস ছিলনা তার দেহে, যা আমি অনুভব করতে পারতাম!
সে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ!
হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল সেই মায়াবতী,
সেই গগনবিদারী ক্রন্দন-সুর বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে পরিবেশকে থমথমে করে দিচ্ছিলো!
ভারী করে দিচ্ছিল বাতাস!
সেদিন তার চোখের জল দেখিনি, বৃষ্টি ধুয়ে দিয়েছিলো!
আমি চেয়েছিলাম কিছু বলতে,
পারি নি.. জড় কণ্ঠে যেন জড়তা ধরেছিল!
জানি, আমি কথা বললেও তার কানে পৌঁছাতো না!
মেঘের হাড়ির মতো তার হৃদয়ও ভাঙছিল হয়তো...
বিরত দেহে বসেছিল খানিকক্ষণ...
তারপর কি একটা ভেবে সে আস্তে আস্তে সিঁড়ির ধাপগুলো নেমে গিয়েছিলো....

এরপর সে আর উঠে আসেনি!

আমি ডেকেছিলাম তাকে!
সাড়া পাইনি শুনতে,
শুনেছিলাম কেবল এমনই এক বর্ষার ঘনঘটা!

৩৯.হায়রে কৃতজ্ঞতা

আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে,
ঈশ্বরের পরে চিকিৎসককে ভরসা করা যায়, বলে বুলি আওড়ান!
যখন চিকিৎসক তার সর্বস্ব চেষ্টায় আপনাকে সুস্থ করে,
কৃতজ্ঞতা জানাতেই ভুলে যান...
যখন কারও মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয় কিংবা দুর্ঘটনায়,
বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় গেছে জান!
আবার যখন হাসপাতালে নিয়ে যান,
যদিও চিকিৎসক তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে আপ্রাণ,
কিন্তু যদি বাঁচাতে ব্যর্থ হয়,
তখন আপনার হাতেই যায় কেন চিকিৎসকের প্রাণ?
এতদিন ঈশ্বরের পরে বলেছিলেন যার স্থান
এখন কেন তাকে হত্যা করতে হাতে লাঠিসোটা তুলে নেন?
একটা প্রশ্ন, উত্তর দিবেন?
ঈশ্বর যদি মর্তলোকে নেমে আসে আপনি কি এমন ভাবেই প্রতিশোধ দিবেন?

৪০.সময়

সময়, তুমি এমন কেন?
নানা রূপে ধরা দাও!
আজন্ম তোমার পেছনে দৌড়াচ্ছি
আজ আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ।
দয়া করো!
রোষো খানিকক্ষণ!
প্রিয়,
তুমিতো আমার জন্মের সাথী!
কিন্তু আজও রয়ে গেলে অস্পৃশ্য!
জানো, আমি গোধূলিতে ছুঁতে চেয়েছিলাম তোমায়,
তুমি গোধূলির পরিতৃপ্ত পাখিদের মতো লালচে আভায় চোখ জ্বালিয়ে সন্ধ্যায় মিলিয়েছো।
আমি সন্ধ্যায় যখন তোমায় ধরার বাসনা করেছি,
রাতের আধারে গা ঢেকেছো তুমি!
আবারও আমি মধুর মধ্য রাতে তোমায় আগলে রাখার চেষ্টা করেছি,

তুমি পাত্তাই দিলে না!
 হৃদয় গলে বেরিয়ে গেলে, হারিয়ে গেলে সূর্যের রশ্মিতে!
 বেহায়া আমি ফের স্পর্শ করতে চেয়েছি তোমায় কোনো এক শিশির ভেজা সকালে!
 কিন্তু তুমি বরাবরের মতই!
 আমায় অবজ্ঞা করে শিশিরের সাথে মিলিয়ে গেলে!
 দিনের বেলায় ছুঁতে গেলে রোদে পোড়া তুমি চোখ রাঙাও ।
 আর আমি তোমাকে না পাওয়ার আক্ষেপে পুড়ে মরি!
 কি আশ্চর্য! আমি যতই চাই তোমায়, তুমি ততই দূরে সরে যাও!
 কেন ধরা দিচ্ছ না আমায়, বলবে?
 ডাকছি তোমায়!
 ক্লান্তিহীন, গন্তব্যহীন নিরন্তর হেঁটেই চলেছো...
 রোষো বলছি!
 আমি নির্বোধ প্রেমিকের মত প্রশ্ন করছি, যার প্রেমিকা গাংচিল হয়ে উড়ে যায়!
 সময়, কেবল একটি বার শোনো!

সময়- বল শুনছি! কেন ডাকছো আমায়! আমায় যে যেতে হবে!
 আরো কিছু বলবে তুমি?

আমি-হ্যাঁ! হ্যাঁ! বলবো। দয়াকরে সুযোগ দাও, বল তুমি কি চাও?

সময়-কি দেবার সাধ্য আছে তোমার?

আমি-তোমায় কি মোঘলের ন্যায় কারুকার্যময় স্থাপত্য গড়ে দিবো?
 এনে দেবো ক্রিস্টালের পিয়ানো?
 কিংবা গোলাপি হীরের অলংকার?
 সময়-কি যে বলো তুমি, একেবারেই পাগলের প্রলাপ!
 এসবে কি আমায় বেঁধে রাখা যায়?

আমি-তবে তুমি বলো কিসের বিনিময় থাকবে আমার কাছে! কিইবা দেবো তোমায়?
 তুমি কি রইবে আমার জীবনের বিনিময়ে? নাকি এবার ও প্রত্যাখ্যান করে চলবে নিজের
 মতো?

সময়- হা হা! এবার হাসালেই তুমি! জীবন দেবে?
 "আমার অংশই তো তোমার জীবন"
 তা যদি দিয়ে দাও,
 গঙ্গার জলে গঙ্গা পূজোই ঠেকবে!

আমি- ও হ্যা! তাই তো ভুলেই গিয়েছিলাম! কিন্তু আমি যে তোমায় চাই!
 কবে পাবো তোমায়,
 একান্ত, অফুরন্ত? বলবে আমায়?

সময়- মরনের পরে, অনন্তকাল ধরে....

৪১.নিয়ামত

মন বিক্ষিপ্ত? হতাশার অনামিশা অন্ধকার গ্রাস করেছে তোমায়?
চারিদিকে শুধু শূন্যতা অনুভব কর?
ব্যর্থতা, অপারগতা, অক্ষমতা
হৃদয় খুবলে খুবলে খাচ্ছে?
সব হারিয়ে ফেলেছো?
নিজেকে আবিষ্কার করছো অতল কৃষ্ণ গহ্বরে?
এরূপ ভগ্ন হৃদয়ে কখনো আসমান পানে তাকিয়ে দেখেছো?
দেখেছো খোদার সৃষ্টি মেঘমালাকে?
যা সুবিস্তীর্ণ আকাশের শোভা বর্ধন করে!
কিন্তু এরাও তো বিক্ষিপ্ত হয়,
কিন্তু তা থেকে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন
রহমতের বৃষ্টি..
যা পিপাসু, উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করে! মৃত জমিকে করো উজ্জীবিত!
তুমি দেখেছো কি দৃঢ় কঠিন পর্বতমালায় ও যে ফাটল ধরে?
মহান আল্লাহ তা থেকে প্রবাহিত করেন সুশীতল ঝর্ণার!
তুমি দেখেছো কি বিদীর্ণ,উষর ভূমি?

পালনকর্তা তার থেকে ফলান সবুজ শ্যামল শস্য!
 যাবতীয় প্রশংসা মহান সৃষ্টিকর্তার,
 তিনি সবকিছু পুনরায় নির্মানের ক্ষমতা রাখেন!
 গড়ে তুলতে পারেন নতুন রূপে!
 নিজেকে ভগ্ন রূপে দেখে মূষরে পরো না,
 ধৈর্য ধারণ কর!
 সৃষ্টিকর্তার নিয়ামত কে স্বীকার কর!
 তিনিই শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক!
 তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তার জ্যোতির দিকে!
 সাহায্য কামনা করো সেই মহান সাহায্যকারীর ...
 অতঃপর তার দয়ায় একদিন নিজেকে আবিষ্কার করবে নতুন আলোয়,
 নতুন রূপে!
 একদিন তুমিই হবে সফলকাম।

৪২. স্বপ্ন আমার জন্য নয়

কতকিছুই আগলে রাখার সাধ জাগে,
 রাখতে আর পারি কই?
 কত ইচ্ছা, কত শখ এর কবর আজ পরিত্যক্ত...
 কত যে বাসনা ছিল, অপূর্ণই রয়ে গেল...
 গভীর রাতে যখন কারো সাথে একান্ত সময় কাটানোর ইচ্ছা পোষণ করেছি,
 আমার ইচ্ছাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে, তার প্রস্থান ঘটে সূর্য ডোবার আগেই!
 একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম তার হাতে হাত রেখে অনন্তকাল সীমাহীন এক পথে চলবো,
 অভিশপ্ত এ মনের ইচ্ছা পোষণের ফলেই সে পথ কানা গলিতে রূপান্তরিত হলো!
 শুনশান রাস্তায় নিয়ন আলোয় তার মুখোমুখি বসবো বলে যখনই স্বপ্ন দেখেছি,
 ল্যাম্পপোস্ট ভাঙ্গার শব্দেই স্বপ্ন ভঙ্গ হলো!
 দুজনে তাঁরা দেখবো বলে উত্তর আকাশে যখনই তাকাই, পোড়া চোখে কেবল দেখি তারার
 পতন!
 কখনো মনোরম পরিবেশে সময় কাটাবো কল্পনা করতেই নিজেকে আবিষ্কার করি
 স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কুঠুরিতে...

কখনো ভাবি সন্ধ্যায় ঝুম বৃষ্টিতে ভিজবো দুজন!
 সেদিন বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পরে ছাই করে দেয় সব আশা!
 মনের খাঁচায় যে পাখির উপস্থিতি কামনা করি, সেখানে অকস্মাত্
 শকুনের আবির্ভাব ঘটে!
 হৃদয় খুবলে খুবলে খায়, রক্তক্ষরণ হয়!
 প্রেমের দেবতার কাছে স্বর্গীয় প্রেম ভিক্ষা করেছিলাম, সে আমার জন্য প্রেরণ করেছিলো
 নরকের অনল দগ্ধ পীড়ন!
 স্পষ্টই বুঝে গিয়েছিলাম স্বপ্ন, ইচ্ছা, প্রেম কিছুই আমার জন্য নয়!
 তাও শেষবারের মতো প্রতীক্ষা করেছিলাম তার উষ্ণ চুস্বনের জন্য!
 সেই শেষরাতে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ আমার ওষ্ঠে মিলেছিলো.....

৪৩.ওরা মানুষ

আজ ঝরনার কল্লোল, চায়ের কাপে টুংটাং শব্দ, প্রেয়সীর চেনা গুঞ্জন বড্ড অচেনা হয়ে
 গেছে।
 প্রজাপতি নয়,
 বাতাসে লাশের গন্ধ!
 দম বন্ধ হয়ে আসছে পৃথিবীর। লষ্ঠনের আলো নিভে গেছে,
 ঝাড়বাতি ভুলুগ্ঠিত।
 আবিরের রং কে হার মানিয়েছে রক্তের রং!
 নরকের কীট গিলছে নক্ষত্র,
 দৃষ্টিভঙ্গি বন্দুকের নলে আটকে গেছে,
 মস্তিষ্ক আজ শুয়োপোকার দখলে,
 ওরা মায়ের সামনে ভোগ করে মেয়ের শরীর!
 ওরা আনন্দোল্লাস করে ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তের বুদ্ধবুদ্ধ দেখে!
 স্বপ্নকে ছারখার হতে দেখলে ওরা হাতে তালি দেয়!
 কালো সাদার বিভেদ ওরা আজও করে,
 বুটের তলায় পিষ্ট করে একেকটা প্রাণ!
 শয়তানের উপাসনায় মত্ত ওরা আজও পরিচয় দেয়
 "আমরা মানুষ!"

৪৪.আশা

শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ভীষণ, কাশিটা ও বেড়ে গেছে।
ফিনাইলের গন্ধে ভারী বাতাস।
ভেতরে অস্থিরতা বিরাজমান, তবে তা ক্ষণিকের জন্যই,
পরক্ষণেই সব থমকে যায়।
খুব কষ্ট হয় আমার,
দম বেরিয়ে আসতে চায়...
অনেকদিনই হলো এখানে আছি।
মলিন বিছানা, বন্ধ জানালা, সাদা পর্দা, পাতলা কস্মলখানা আর দীর্ঘশ্বাসই আমার সাথী।
ওহ! আর আছে সেই মরনব্যাদী!
কেমন করেই যে ভুলে যাই!
আমার ভেতরেই যে তার বাস!
আমি মাঝে মাঝেই আমার শীর্ণ হাত জোড়া বাড়িয়ে রাখি,
শুকনো ওষ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারণ করি তোমায় নাম!
অবচেতন মনেই বলে ফেলি অনেক কথা।
চার দেয়ালেই আটকে আছে সেসব কথা।
জানো,রোজ বিকেলে অপেক্ষা করি তোমার মুখটা দেখার জন্য।
আমি স্বপ্ন দেখি,

একদিন একরাশ রজনীগন্ধার সৌরভ নিয়ে আসবে তুমি,
 এই স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর উজ্জ্বল করবে,
 এই বন্ধ ঘরে বয়ে নিয়ে আসবে বিশুদ্ধ বাতাস।
 আমি তোমায় মুগ্ধ হয়ে দেখব।
 হৃদয় মরুভূমি সিক্ত হবে।
 আমার মলিন বসন পাল্টে যাবে,
 আমার শিরা উপশিরায় যে রোগ বাসা বেধেছে, তা ধ্বংস হবে।
 অজানা এক শিহরন জাগবে!
 স্নিগ্ধ হাসি হেসে আমার বিছানার পাশে বসবে তুমি!
 কানে কানে মোলায়েম স্বরে বলবে,
 "এবার বাড়ি চলো"

৪৫. অভিলাষ

থামার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই
 হাঁটতে হবে অনেকটা দূর
 থামলেই ঘুম নামবে দু'চোখে
 ক্লান্তি আর অবসাদ গ্রাস করবে আমায়,
 ডুবাবে অতল গহ্বরে
 কত বাধা আসবে থামাতে আমায়
 কত রূপে, কত ছলায়
 নিমজ্জিত করতে গভীর আঁধারে
 পতনের দুঃসাহস নেই আমার
 আমি হেরে গেলে হেরে যাবে কিছু মানুষ, কিছু স্বপ্ন!
 তাই আরো সাহস নিয়ে,
 বুকের পাঁজরে অনল জ্বালিয়ে
 অন্ধকার পেরিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল পানে হেঁটে যাবো...
 স্পর্শ করব উজ্জ্বল নক্ষত্র।

৪৬. পাথরের কান্না

এখন রাতের শেষ
হঠাৎ কি এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল।
উষ্ণ বিছানা ছেড়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম,
কি স্নিগ্ধ একটা সময়
পূর্ব আকাশে শুভ্রতা স্পর্শ করেছে,
মিটিমিটি জ্বলছে শুকতারা
সুদূর পানে চেয়ে ভাবছি,
বলেছিলে তুমি আমি পাষণ হয়ে গেছি,
আদৌ কি পাষণ হতে পেরেছি?
তবে কেন আজ ও অতীত ভেবে হৃদয় বিগলিত হয়?
কেন সেই সোনালি সময় গুলো আজও ধূসর হয়ে স্মৃতির পটে ধরা দেয়?
গোধূলি বেলায় সূর্যের লালচে আলোয় তোমার শ্রান্ত মুখ, গভীর রাতে তোমার স্পর্শ, কফি
হাউসে তোমার সাথে খুনসুটি, ফাঁকা রাস্তায় তোমার হাত ধরে হাঁটা, কুম বৃষ্টিতে একসাথে

ভেজা, পুকুরপাড়ে অভিমান করে বসে থাকা, শুভ্র সকালে তোমার সাথে অনেক দূর হেঁটে
যাওয়া..

এই সব স্মৃতি আজও আমায় ব্যাকুল করে!
কেটে গিয়েছে অনেক সময়।
ধরে নিতেই পারো বদলে গেছি।
তাও আজ কান পাতো,
শুনতে পাবে পাথরের কান্না।

৪৭. মুক্ত তুমি

আজ আলোকিত রঙ্গমঞ্চ, কৃত্রিম বর্ণের আলোকরশ্মি টানছে না আমায়।
প্রকৃতির মাঝেই যেন তোমার অস্তিত্ব খুঁজে পাই।
অবশ্য আমার অবচেতন মনে আছে অনন্ত কাল ধরে...
নিঃসঙ্গ গোধূলি বেলায় আছে পশ্চিমের লালচে আভার সাথে মিশে,
একাকী সন্ধ্যায় তুমি জাগো ওই শুকতারায়,
ক্ষণিক হাসো মিটিমিটি!
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক থেমে যায়, ক্লান্ত পাখি ঘুমিয়ে পড়ে নীড়ে,
পৃথিবীতে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা...
সকল নিস্কল্লতা ভেঙে ঝরনার কল্লোলের মত আবির্ভাব হও তুমি আমার হৃদয় পটে!
কোন বেগুনীতে অবরুদ্ধ করতে চাইনা তোমায়!
তুমি থাকো আমার সারাটা জুড়ে।

৪৮.অনুভবে তুমি

বাদলা দিনে বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ বেশ উপভোগ করতাম আগে,
এখন নিজেকে বড্ড নিঃসঙ্গ লাগে।

আকাশের বিশালতায় তাকিয়ে অবাক হতাম,আজ শূন্যতা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না।

শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি কখনো শুনিনি এমন করে। সে যেন আজ স্মৃতিকথার ফুলঝুড়ি
খুলেছে,
বলছে কতু কথা!

বাতাসে কান পেতে শুনি
মানব- মানবীর কথোপকথন...
কালের গহ্বরে যা হারিয়ে গেছে তা যেন ফিরে এসেছে আজ।

সিক্ত মাটির অদভুত মায়াবী গন্ধ
মনে করিয়ে দেয় সেই পুরনো দিনের কথা!

কোন এক ফাল্গুনের আগুন ঝরা দিনে দেখা হয়েছিল দুজনার।
ভ্রু যুগল কিছুটা কুঞ্চিত করে স্নিগ্ধ হাসি হেসে জিজ্ঞেস করেছিলে আছি কেমন!
হাহা! আজও সে কথা কানে বাজে।
সময় খরস্রোতা নদীর মত বয়ে গেলেও স্মৃতির পট এখনো মলিন হয়নি।
শরতের অরুণ প্রাতের মত শুভ্র ভাবে ধরা দেয় আমার হৃদয়ে।
চলে গেছো বহু দিন হলো, তবুও প্রকৃতির বিশালতায় আমি তোমাকেই খুঁজে ফিরি।
অবশেষে তোমার অস্তিত্ব মেলে আমার অনুভবে।

৪৯. মৃত স্বপ্ন

কি দুঃসহ সময়, এই শহরে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম! দুর্বিষহ এই জীবন।
বড্ড অসহায় লাগে নিজেকে।
একলা চলতে হোঁচট খাই বারেবারে,
আমায় বুঝবে তুমি?
হয়তো না।
আমি এক সাধারণ ঘরের সন্তান,
তোমার মত সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয়নি আমার।
দামি অ্যাপার্টমেন্টের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে থাকিনি কখনো।
না চাইতে পাইনি কিছু।
প্রতিনিয়ত নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে লড়ে যেতে হয় আমায়।
জ্যামে এসি গাড়িতে বসে বিরক্ত হও যখন, আমি ঝুলি সাত নান্নার ঐ বাস টায়। সূর্যের প্রখর
তাপদাহ চামড়ায় সয়ে গেছে।
তুমি যখন আরামকেদারায় শুয়ে গান শোনো, তখন আমি শহরের গলি থেকে গলি চোষে
বেড়াই টিউশন এর খোঁজে।

যখন বন্ধুরা মিলে ব্লকবাস্টার মুভি দেখো, আমি তখন জব সলিউশনের পাতা উল্টাতে ব্যস্ত।
 যখন তুমি বারবিকিউ পার্টি নিয়ে ভাবো, আমি করি খুচরো পয়সার সুষম বন্টন।
 যখন তোমার কল্পনায় ডেলিমোর আর হাইল্যান্ড পার্ক,
 আমি ভাবছি মায়ের প্রেসারের ওষুধ কেনা হয়নি যে!
 যখন তোমার আলোচনার বিষয়
 অলিভিয়া ওয়াইল্ড, জেসিকা অ্যালবারের নিখুঁত-মসৃণ শরীর,
 আমি চোখে ভাসছে রুগ্ন বাবার রগ ওঠা হাত।
 তোমাদের মত সুদূরপ্রসারি আমার ভাবনা নয়, ভাবতে গেলেই ভাবনাগুলো গুটিয়ে যায় যে।
 জানো, মাঝে মাঝে নিজেকে বাবার কাঁধের ভারী লাশ মনে হয়,
 অক্ষম মনে হয় নিজেকে।
 ভাবি এক নিমিষে যদি সবকিছু ঠিক করে দিতে পারতাম!
 কিন্তু পারিনা,
 তবুও স্বপ্ন দেখি।
 কিন্তু একদিন আমাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়,
 মৃত স্মৃতির ভেসে বেড়ায় কল্পনা জুড়ে।
 (বেকারত্বের তীব্র যন্ত্রণা)

৫০. অনুজীবের গ্রাস

আজ মন্দাকিনীতে কুৎসিত স্রোত প্রবাহিত হয়,
 বন্দিজীবন, দীর্ঘশ্বাস
 লাশের গন্ধে ভারী বাতাস।
 লুলিত জনতা, শূন্য ভাতের হাড়ি
 মর্ত্য যেন আজ শ্মশানপুরী!
 ক্ষুধার কষ্ট, দৃশ্যমান হাড়
 ফাঁকা ডাস্টবিনে কাক আর কুকুরের হাহাকার!
 বিদীর্ণ পৃথিবী স্থবির হয়ে রয়,
 মৃত্যু যন্ত্রণা কি বিভীষিকাময়!
 যমের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে ব্রিজগং আজ,
 আকাশে আজ ঘোর অন্ধকার
 জয়ের নেশা ক্ষয়ে গেছে,
 হৃদস্পন্দনে নেই আলোক ঝংকার
 ধরা গলা, শুকনো ওষ্ঠে
 কেবল আকুতি বেঁচে থাকার...